জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – জানুয়ারি ২০১০/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জন্মভূমি তিউনিশিয়ার মাটিতে ভূমিকম্পে নিহত জাতিসংঘ কর্মকর্তার দাফন সম্পন্ন
* নেপালে জাতিসংঘ মিশনের মেয়াদ চার মাস বৃদ্ধি
* দিল-ীর গৃহহীন মানুষদের বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ
* হাইতিতে আরো সাড়ে তিন হাজার শান্তিরক্ষী প্রেরণে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন

জন্মভূমি তিউনিশিয়ার মাটিতে ভূমিকম্পে নিহত জাতিসংঘ কর্মকর্তার দাফন সম্পন্ন

২২ জানুয়ারি– জাতিসংঘের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা হেদি আন্নাবিকে তার মৃত্যুর নয়দিন পর তার জন্মভূমি তিউনিশিয়ার মাটিতে সমাহিত করা হল। হাইতির প্রলংকারী ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তুপের নিচে ধাপা পড়ে তিনি মারা যান। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন তার প্রশংসা করে বলেন তিনি ছিলেন “সত্যিকারের বিশ্ব নাগরিক” এবং “ সিংহ হৃদয়ের নম্র স্বভাবের” মানুষ।

হাইতিতে জাতিসংঘ মিশনের (মিনাসতা) প্রধান জনাব আন্নাবির শব যাত্রায় শান্তিরক্ষা বাহিনীর অধস্তন মহাসচিব অ্যালাইন লে রয় বান কি মুনের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামেল মার্জেইন তার প্রসংশা করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন “দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস রেখে আজ আমরা আমাদের এক প্রাণপ্রিয় ভাই, একজন বিশ্বস্ত মানুষ ও এক প্রতিভাবান কূটনীতিককে বিদায় জানাচ্ছি। তিউনিশিয়ার এই নিবেদিতপ্রাণ অমর সন্তান এ মাটির মহান নৈতিকতা ও মানবিক মুল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা তার কর্মসম্পাদনের এক চরম মুহূর্তে তাকে ডেকে নিয়ে গেছেন।”

হাইতিতে স্থিতিশীলতা আনয়ন মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে তার কর্তব্য পালনকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হাইতির প্রেসিডেন্ট রেনি প্রিভাল বলেন, হাইতির সরকার ও জনগণ তার প্রতি বিশেষ ভালোবাসা দেখিয়েছে। তিনি আন্নাবির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন, তার মৃত্যু জাতিসংঘ, তিউনিশিয়া ও হাইতির জনগণের জন্য এক বিরাট ক্ষতি।

আন্নাবি, মিশনের উপপ্রধান লুইজ কার্লোস দ্য কোস্তা এবং জাতিসংঘের অস্থায়ী পুলিশ কমিশনার রয়েল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের ডগ কোটস রাজধানী পোর্ট অ প্রিন্সে ভূমিকম্পের সময় জাতিসংঘ মিশনের সদরদপ্তর হোটেল ক্রিস্টফারে অবস্থানকালে মৃত্যুবরণ করেন। ১২ জানুয়ারি ভূমিকম্পের সময় দরিদ্র এ দেশটির জনগণের এক তৃতীয়াংশ জনগণ প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জাতিসংঘের প্রায় ৫০ জন কর্মী মারা যায় এবং প্রায় ১৫০ জন এখনও নিখোঁজ আছে।

গত সপ্তাহে জনাব আন্নাবির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত করা হলে বান কি মুন ঘোষণা করেন, তিনি প্রাণশক্তি, শৃংখলা ও চরম সাহসিকতার সাথে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, তার সেবার স্বর্ণ মানদ□র বিপরীতে তার সাথে যারা কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তাদের কাজের মান পরিমাপ হত।

তিনি জোর দিয়ে বলেন,“ আন্নাবি হাইতিতে জাতিসংঘ মিশন, জাতিসংঘে তার সহকর্মী এবং হাইতির মানুষের জীবনে স্থিতিশীলতা ও আশা বয়ে আনতে জাতিসংঘ মিশনের অর্জন নিয়ে গর্বিত ছিলেন।”

নেপালে জাতিসংঘ মিশনের মেয়াদ চার মাস বৃদ্ধি

২১ জানুয়ারি– নতুন সংবিধান ঘোষণাকে কেন্দ্র করে নেপালে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদ আজ এশিয়ার এ দেশটিতে জাতিসংঘের রাজনৈতিক মিশনের মেয়াদ আরো চারমাস বৃদ্ধির পক্ষে ভোট দেয়।

নতুন সংবিধান ঘোষণার দু সপ্তাহ আগে পরিষদে সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত এই প্রস্তাবে পরিষদের সদস্যবৃন্দ জাতিসংঘ মিশনের মেয়াদ ১৫ মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করার বিষয়ে একমত হয়।

প্রস্তাবে আরো বলা হয় মিশনের ম্যান্ডেট যেহেতু সুসম্পন্ন হয়ে গেছে তাই তাদের উচিত সেখান থেকে চলে আসার বন্দোবস্ত করার জন্য সরকারের সাথে কাজ করে যাওয়া।

নেপালের সামরিক বাহিনী ও কম্যুনিস্ট পার্টি বা মাওবাদীদের (ইউসিপিএন–এম) অস্ত্র এবং সশস্ত্র সদস্যদের ব্যবস্থাপনা নজরদারির জন্য নেপাল সরকারের অনুরোধে ২০০৭ সালে জাতিসংঘের এই মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৬ সালে এই দু'পক্ষের মধ্যে সামগ্রিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সংঘাতের অবসান ঘটে। এ সংঘাতে প্রায় ৩ হাজার মানুষ মারা যায়।

পরিষদের সদস্যরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নেপালের জনগণের প্রবল ইচ্ছার কথা স্বীকার করে এ ক্ষেত্রে সামগ্রিক শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

২৮ মে'র মধ্যে নতুন সংবিধান ঘোষনার কাজ যাতে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করায় ১৫ সদস্যবিশিষ্ট এই পরিষদ তাকে স্বাগত জানায়। শিশু সৈনিকদের মুক্ত করার বিষয়ে জাতিসংঘ, সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে একটি কর্মপরিকল্পনাও স্বাক্ষরিত হয়।

২০০৮ সালের মে মাসে সফলভাবে সংসদ নিবার্চন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ মিশন ইতিমধ্যেই তার ম্যান্ডেটের লক্ষ্য খানিকটা অর্জন করেছে।

আজকের এই প্রস্তাবে পরিষদ আরো জানায়, জাতিসংঘ মিশনের ম্যান্ডেট এবং সামগ্রিক শান্তি চুক্তির ধারা অনুসারে সত্যাসত্য প্রতিপাদন প্রক্রিয়ার উভয় পর্যায়ই সুসম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রস্তাবে উভয়পক্ষের প্রতি ১৫ মে'র পুর্বেই মিশনের দক্ষতা ও প্রস্তুতির পুর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার আহবান জানানো হয়। ১৫ মে'র মধ্যে সরকার ও মাওবাদীদেরকেও মাওবাদী সেনা সদস্যদের জাতীয় অঞ্জীভূতকরণ ও পুনর্বাসনের বিষয়ে একটি সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছাতে হবে।

প্রস্তাবে নেপালের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি শান্তি প্রক্রিয়ার গতিকে তরান্বিত করতে এবং ঐক্যমত, সহযোগিতা ও আপোষের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে একযোগে কাজ করতে আহবান জানানো হয়। এর মাধ্যমে নেপাল একটি শান্তিপুর্ণ, গণতান্ত্রিক ও ভবিষ্যতে আরো উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে।

গত সপ্তাহে দেশটিতে মহাসচিব বান কি মুনের প্রধান প্রতিনিধি জোর দিয়ে বলেন, যদিও নেপালের চার বছরের শান্তি প্রক্রিয়া এখনও ভঞ্জুর অবস্থায় রয়েছে এবং তা ভুল পথে চালিত হবার আশংকাও রয়েছে, তবে বর্তমানে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলোর ওপর উভয় পক্ষ গুরুত্বারোপ করায় কিছুটা আশার আলো দেখা দিয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি কারিন ল্যান্ডগ্রিন নিরাপত্তা পরিষদকে বলেন, দেরিতে হলেও সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো সম্প্রতি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তা যদি পুরোদমে চালিয়ে যাওয়া হয় তাহলে নেপালের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপে যাবার ক্ষেত্রে গঠনমুলক পদক্ষেপ গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দেবে।

এ মাসের গোড়ারদিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বান কি মুন সতর্ক করে দিয়ে বলেন, নেপালের শান্তিপ্রক্রিয়া অনেকটাই স্থবির অবস্থায় রয়েছে এবং মতবিরোধগুলোর এখনও কোন মীমাংসা হয়নি। যার ফলে শান্তিপ্রক্রিয়া ভেঞ্জো পড়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি বলেন, নতুন সংবিধান ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশটি এক " গুরুত্বপুর্ণ সময়ে" প্রবেশ করছে।

জাতিসংঘ মিশনের মেয়াদ বৃদ্ধির আহবান জানিয়ে বান কি মুন বলেন যদিও আমি চাই জাতিসংঘ মিশন তার কাজ শেষ করে যত শীঘ্র সম্ভব সেখান থেকে চলে আসুক... কিন্তু উত্তেজনা বৃদ্ধির এ সময়ে মিশন প্রত্যাহার করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

দিল-ীর গৃহহীন মানুষদের বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

২০ জানুয়ারি- জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ভারতের রাজধানী নতুন দিলি-তে শৈত্যপ্রবাহে গৃহহীন মানুষদের মৃত্যুতে আশংকা প্রকাশ করে এ কঠিন আবহওয়ায় তাদেরকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পর্যাপ্ত বাসস্থান লাভের অধিকার বিষয়ক বিশেষ রেপোটিয়ার রেকুয়েল রোলনিক বলেন, তাপমাত্রা প্রায় শূণ্য ডিগ্রির কাছাকাছি নেমে যাওয়ায় ভারতে শত শত গৃহহীন মানুষের জীবন বিপন্ন হবার পথে।

গত কয়েক সপ্তাহে প্রচন্ড ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে নতুন দিলি-তে দশজন গৃহহীন মানুষ প্রাণ হারায় এবং ভারতের উত্তরাঞ্চলে আরো ১০০ জন মানুষের মৃত্যুর কথা জানা যায়।

রোলনিক বলেন ২০০৭ সাল থেকে ভারতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু নতুন দিলি-তে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ৪৬ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২৪টিতে।

এ বছর কমনওয়েলথ গেমসের জন্য দিলি-তে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বন্ধের অভিযান শুরু হয়েছে। তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও সরকারি কর্তৃপক্ষ গৃহহীন মানুষদের উচ্ছেদ করছে এবং তাদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলছে।

গত মাসের শেষের দিকে দিলি-র পৌর কর্তৃপক্ষ পুশা রোডে একটি অস্থায়ী রাত্রিযাপন কেন্দ্র ভেঙ্গে ফেলে। এর ফলে ২৫০জন মানুষ তাদের আশ্রয় হারায় এবং দুজন মানুষ মারা যায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অনতিবিলম্বে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পুনপ্রতিষ্ঠা ও বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর সুরক্ষার অনুরোধ জানিয়ে ৭ জানুয়ারি দিলি- হাইকোর্ট রায় প্রদান করলেও কর্তৃপক্ষ এখনও কোন উদ্যোগ নেয়নি।

পুল মিতাহি থেকে আরো ৪০০ লোককে উচ্ছেদ করা হয়। এখানে কমনওয়েল গেমসের জন্য নিমার্ণ কাজে অংশ নেয়া অনেক শ্রমিক ও দলিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে।

রোলনিক দিলি- হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানান। তিনি কতৃপক্ষকে গৃহহীন মানুষদের আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ভাঙ্গা বন্ধ করতে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য অনতিবিলম্বে সাহায্য-সহযোগিতা ও পর্যাপ্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে এবং শীতের মধ্যে মানবিক কারণে গৃহহীন মানুষদের উচ্ছেদ বন্ধ করতে আহবান জানান। মিজ রোলনিক জেনেভাভিত্তিক মানবাধিকার কাউন্সিলকে এ বিষয়ে অবহিত করেন।

হাইতিতে আরো সাড়ে তিন হাজার শান্তিরক্ষী প্রেরণে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন

১৯ জানুয়ারি- হাইতিতে গত সপ্তাহের ভূমিকম্পের পর জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে, পুনগর্ঠন ও স্থিতিশীলতা আনয়নের প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে মহাসচিব বান কি মুন হাইহিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির আহবান জানালে নিরাপত্তা পরিষদ তা সমর্থন করে।

রোববার রাজধানী পোর্ট অ প্রিন্স সফর করে যাবার পর জনাব বান নিরাপত্তা পরিষদকে আরো ১৫০০ পুলিশ ও ২০০০ সৈন্য পাঠানোর অনুমতিদানের আহবান জানান। তারা ইতিমধ্যেই কর্মরত ৯০০০ বেসামরিক শান্তিরক্ষী সদস্যর সাথে যুক্ত হবেন।

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া ১৯০৮ নং প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘ মিশনে সামরিক বাহিনীর সব পদ মিলে ৮৯৪০ জন পর্যন্ত সেনা এবং পুলিশ বাহিনীতে ৩,৭১১ জন পর্যন্ত পুলিশ সদস্য থাকার কথা বলে। পরিষদ আরো জানায় প্রয়োজন অনুসারে তারা নতুন সৈন্য সংখ্যা পর্যালোচনাধীনে রাখবে।

জরুরি পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে ১৫-সদস্যবিশিষ্ট এই পরিষদ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১২ জানুয়ারি রিখটার স্কেলে ৭.০ মাত্রার এ ভূমিকম্প হাইতির ওপর আঘাত হানলে দেশটির জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৯০ লক্ষ) মানুষের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তার প্রয়োজন দেখা দেয়।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে বান কি মুন পরিষদ ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন," আমার প্রস্তাব অনুমোদনের মধ্য দিয়ে এ পরিষদ একটি সুস্পস্ট বার্তা প্রদান করল, আর তা হল বিশ্ব হাইতির জনগণের পাশে আছে।"

যতদ্রুত সম্ভব এ বাড়তি সৈন্য সংখ্যা জোগার করার ওপর তিনি জোর দেন। গতকাল জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের প্রধান বলেন ইতিমধ্যেই তিনি ডোমিনিকান রিপাবলিকের কাছ থেকে ৮০০ সৈন্য পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন এবং আরো অন্যান্য দেশের কাছ থেকেও শীঘ্রই এ ধরনের প্রতিশ্রুতি পাবেন বলে আশা করছেন।

লে রয় বলেন, ত্রাণ পরিবহণকারী যানবাহনগুলোকে পাহারা দিয়ে নেয়ার জন্য, ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মানবিক সহায়তা করিডরগুলো নিরাপদ রাখার জন্য এবং যদি পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয় ও নিরাপত্তার অবনতি ঘটে সেজন্য সৈন্য মজুদ রাখতে এ অতিরিক্ত সৈন্য প্রয়োজন।

এই ভূমিকম্পে জাতিসংঘের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। হাইতিতে জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয় যে ভবনটিতে ছিল সেই ক্রিস্টফার হোটেল ধ্বসে পড়ে এবং অন্যান্য যেসব ভবনে জাতিসংঘের কর্মীরা ছিল সেগুলোও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এখনও জাতিসংঘের শতশত কর্মী নিখোঁজ রয়েছে। যাদের মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে তাদের মধ্যে রয়েছে হাইতিতে বান কি মুনের বিশেষ প্রতিনিধি ও সেখানকার জাতিসংঘ মিশনের প্রধান হেদি আন্নাবি, উপপ্রধান লুইস কার্লোস দ্য কোস্তা এবং অস্থায়ী পুলিশ কমিশনার ও রয়েল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের ডগ কোট্‌স।

গত সপ্তাহে বান কি মুন হাইতিতে তার প্রাক্তন বিশেষ প্রতিনিধি ও শান্তিরক্ষী অভিযান বিষয়ক তার বর্তমান সহকারী মহাসচিবকে বিপর্যয়ের মুখে জাতিসংঘ মিশনের পুর্ণাঙ্গ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য হাইতিতে পাঠান।

** ** **